২৪৩/ ॥
OCT. 2 4 1999
তারিখ ··· OCT 1999 ···
পৃষ্ঠা ৫ ··· কলাম ··· ৪
279

দৈনিক ইনকিলাব

চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি কলেজকে পূর্বের স্থানে স্থানান্তরের দাবী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর কলেজটিকে নবাবগঞ্জ থেকে পূর্বের স্থাপিত অঞ্চলে স্থানান্তরের দাবী জানিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি সংসদ সদস্য অধ্যাপক শাহজাহান মিয়ার নিকট এ ব্যাপারে আবেদন পেশ করা হয়েছে।

১৯৮৬ সালে নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানার নারায়ণপুর, পাকা এবং উজিরপুর ইউনিয়ন তথা চরাঞ্চলের অবহেলিত জনগণকে উচ্চ শিক্ষায় আলোকিত করার লক্ষ্যে উল্লেখিত উজিরপুর ইউনিয়নের নম্পট মোল্লাটোলা গ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এলাকার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ দুরুল হুদাসহ শিক্ষানুরাগী এবং দরিদ্র জনসাধারণের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতায় কলেজটি পূর্ণাংগতা লভ করে। ফলে চরাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে।

এতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি আশানুরূপ বাড়তে থাকে।

এটি এমপিওভুক্ত হয় এবং ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ে দোতলা ভবন নির্মাণ করে দেয়। কিন্তু সর্বনাশা পদ্মা নদী ভাংতে ভাংতে ১৯৯৮ সালে কলেজটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নেয়। সেই বছরই কলেজটিকে চরাঞ্চল থেকে সরিয়ে নবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে সড়ক ভবন সংলগ্ন সরকারী জমিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে যেনতেন প্রকারে অস্থায়ীভাবে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার জনগণের দাবী উঠেছে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর কলেজটিকে আবার চরাঞ্চলে পুনর্বাসিত করে উক্ত অঞ্চলের গরীব জন সাধারণের ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার পথকে সুগম করতে। সেই লক্ষ্যে প্রফেসর পাড়ায় অধ্যাপক এনামুল হকের বাসভবনে তারই সভাপতিত্বে পাকা নারায়ণপুর, উজিরপুর ও সুন্দরপুর ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।